অশেষগুণসম্পন্নবদান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল শীল

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

মহাশয় !

যেমন দিনকরের প্রখর কিরণোত্তাপিত চাতককুল সহসা নব জলধর দর্শনে পুলকিত হয়, যেমন চিরবিরহবিধুর নায়িকা, অকস্মাৎ হৃদয়নাথের মুখচন্দ্রমা দর্শনে, আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, ও তাহার আহ্লাদে হৃদয়-কমল প্রফুটিত হয়, সেইরূপ আজ আমিও এই নীতিপূর্ণ গাথাবলি পুস্তক খানি আপনার শ্রীকরকমলে অর্পণ করিয়া, অপার আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিলাম। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সরল মনে গাথাবলির নীতিগর্ভ কবিতাগুলি পাঠ করিলে সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

আপনার একান্ত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

প্রলাপাবলি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে যে কয়েকটী কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই নীতিরসে পরিপূরিত। পাঠকগণ! পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর লক্ষ্য করা হয় নাই। কেবল দেশের কতকগুলি জঘন্য রীতি সংশোধন করাই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য। অবশেষে পাঠকগণ সমীপে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, প্রলাপাবলি পাঠ করিয়া, সকলগুলি না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি জঘন্য রীতির সংশোধন হইলে সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

গ্রন্থকার

গাধাবলি।

(পদ্যনীতি।)

ব্রহ্মবন্দনা।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথে করিয়া প্রণাম।
রচিব পুস্তক দিয়া গাধাবলি নাম॥
ইহাতেও যদি হয় অজ্ঞানের জ্ঞান।
তবে ত জানিব মম সার্থক বিধান॥
কিন্তু বিভু বিনা কেবা আছে জ্ঞানদাতা।
অতএব রচনাতে বিভুই বিধাতা॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে বিভুপদ করিয়া ধারণ।
নীতিপূর্ণ গাধাবলি করিব রচন॥

সরস্বতীবন্দনা।

কোথা গো মা বাগ্‌বাণি, সত্যরূপা সনাতনি,
শ্বেতাঙ্গিনী শ্বেতপদ্মাসনা।
চিন্তি তব গুণাবলি, রচিব গর্দ্দভাবলি,
লক্ষ্য করি সুজন মন্ত্রণা॥
করি মম চিত্তে বাস, তুলে দাও সুবাতাস,
লেখনী চালাব তার বলে।
যা লিখাবে কৃপা করি, ওগো সর্ব্বশুভঙ্করি,
তাহে জ্ঞান দিও গাধাদলে॥

গাধাবলি।

১

কুটুম্ব আলয়ে আজ হল নিমন্ত্রণ।
কারণ বশতঃ পুন হইল বারণ॥
বারণ কারণ তায় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
নরগাধা বল্যা যায় তারে অনায়াসে॥

২

একের নামের পত্র অন্যে খুলে পড়ে।
নরগাধা সেই জন, তাহা নাহি নড়ে॥

৩

কোন ব্যক্তি দায়গ্রস্ত ধনের কারণ।
ধনি জ্ঞানে কোন জনে করে নিবেদন॥
সে নিজে না পারে অন্যে করে অনুরোধ।
নরগাধা বলে তারে সকল সুবোধ॥

৪

কোন লোক লেখে পত্র করিয়া গোপন।
সে কালে যে পড়ে তাহা, গাধা সেই জন॥

৫

কোন কথা কার সঙ্গে না হইতে শেষ।
অন্য জন প্রশ্ন করে বিষয়বিশেষ॥
তাহার উত্তর তারে না দেয় সে জন।
আরো মনে করে এটা গাধা বিচক্ষণ॥

৬

প্রার্থনা করিলে ধনী সুখে দেয় যাহা।
অল্প বোধে দুঃখী হয়ে নাহি লয় তাহা॥
অধিক পাবার আশে বহু কথা কয়।
বেদজ্ঞ হইলে তবু গাধা সে নিশ্চয়॥

৭

কেহ পরামর্শ করে হইয়া নির্জ্জন।
গাধা সেই চেষ্টা করে করিতে শ্রবণ॥

৮

স্বকার্য্য উদ্ধার হেতু অতি স্তুতি ক'রে।
দেবের সমান করে ধনবান নরে॥
এত স্তুতি করি তবু না হয় সন্তোষ।
তাহাকে বলিতে গাধা নাহি কোন দোষ॥

৯

পত্নী পুত্র কন্যা আদি নিজ পরিজন।
কোন স্থানে নিমন্ত্রণে করিবে গমন॥

নিজের নাহিক বহুমূল্য অলঙ্কার।
চাহিয়া চিন্তিয়া আনে ভাল আছে যার॥
সাজায়ে পাঠায় যেবা বাড়াইতে মান।
জগতে নাহিক গাধা তাহার সমান॥

১০

হস্ত তুলি অগ্রে বিপ্র ভূপের সদন।
করিবেক আশীর্ব্বাদ শাস্ত্রের লিখন॥
কিন্তু যদি শূদ্রে অগ্রে করে আশীর্ব্বাদ।
অবশ্য হইবে তার গাধা অপবাদ॥

১১

কোন ব্যক্তি কোন স্থানে নিমন্ত্রিত হয়ে।
কর্ত্তার আহ্বানে সে ভোজনে বসে গিয়ে॥
কর্ম্মীর যে দেয় দ্রব্য দিল সমুদয়।
তাহাতে যে জন কভু সন্তোষ না হয়॥
ভাল হোক, মন্দ হোক অন্য দ্রব্য চায়।
তাহার সমান গাধা কে আছে কোথায়?॥

১২

অধিক বয়সে পত্নী গত হয় যার।
যদি উপযুক্ত পুত্র বংশে থাকে তার॥
সে যদি বিবাহ-সুখ বাঞ্ছে পুনর্ব্বার।
তবে তারে গাধা বলে সবে বারে বার॥

১৩

সম্ভ্রমসূচক বাক্য পুত্রে যেবা কয়।
বড় মেজো বাবু বলে দেয় পরিচয়॥
কার্য্য হেতু যদি কেহ জিজ্ঞাসে তাহায়।
বড় মেজো সেজো বাবু আছেন কোথায়?॥
পিতা বলে, দেখি নাই শুনিয়াছি কাণে।
বড় মেজো সেজো বাবু গেছেন বাগানে॥
নিজে তুচ্ছ ভাবি করে পুত্রের সম্ভ্রম।
এরে যে না বলে গাধা, তার অতি ভ্রম॥

১৪

যদি কোন জন হয়ে পৃথিবীর পতি।
মনে করে মম মান বাড়িয়াছে অতি॥
মহারাজ সহ নাম করিলে স্বাক্ষর।
অনায়াসে তারে বলা যায় খর-নর॥

১৫

অনাহূত অতিথি বা ক্ষুধিত হইয়া।
কোন গৃহস্থের বাটী গমন করিয়া॥
আপনার ইচ্ছামত খাদ্য পেয় চায়।
নরগাধা ভিন্ন তারে কিবা বলা যায়॥

১৬

তাম্রকূট ধূমপান করে কোন জন।
কেহ বা গড়িছে নল দেখিয়া তখন॥
কেহ বলে হুকা দেও, কেহ ধরে টানে।
সে কিন্তু তখন তবু ক্ষান্ত নহে পানে॥
তিন চারি জন হুঁকা করে টানাটানি।
ইহারা কেমন গাধা বুঝ অনুমানি॥

১৭

নিজ বুদ্ধি বিদ্যার প্রশংসা যেবা করে।
মনুষ্যের মধ্যে গাধা বলে সেই নরে॥

১৮

কফপিত্ত বায়ু জন্য হয় যত রোগ।
বিহিত ঔষধ দিবে যত দিন ভোগ॥
ঝটিতি আরোগ্য যদি নাহি হয় তায়।
রোগীর পালক ভাবে কি করি উপায়॥
কারো উপদেশ পেয়ে রোজা ডেকে আনে।
ঝাড়ায়ে করিব ভালো এই দৃঢ় জ্ঞানে॥
তাহাতে বিশ্বাস করে ঔষধে বিরত।
হেন জন হয় গাধা রোগী হয় হত॥

১৯

বিশিষ্ট সন্তান কেহ পরিচয় দিয়া।
পরিচিত হব, এই মানস করিয়া॥
প্রধান স্থানেতে যদি দ্বারী ভিন্ন যায়।
সে গাধা তখনি, তথা অপমান পায়।

২০

আখড়াখ্য দেবালয় ব্রাহ্মণ-ভবনে।
নিমন্ত্রণ যদি হয় প্রসাদ ভোজনে॥

তাহাতে প্রণামী মুদ্রা না দেয় যে জন।
অবশ্য সে জন হয়-গাধার মতন॥

২১

চাক্ষুস প্রত্যক্ষ নাই, নহে আলাপিত।
কেবল হইবে কেহ শব্দ পরিচিত॥
ইহাতে যে ক্রিয়া কর্ম্মে নিমন্ত্রণ করে।
সে জন গরজি-গাধা বলে বিজ্ঞবরে॥

২২

যে জন ভার্য্যাতে অনুরক্ত হয়ে সদা।
মাতা পিতা ভ্রাতৃগণে রত নহে কদা॥
অবজ্ঞা করিয়া সবে কাটায় জীবন।
মনে ভাবে ভার্য্যা বিনা প্রিয় কোন্ জন?॥
অবনীতে ভার্য্যা বিনা কেবা আছে আর?।
রূপসীর শিরোমণি সংসারের সার॥
মানিনী হইলে প্রিয়া জানিয়ে বিপদ।
অমনি সান্ত্বনা করে ধরিয়ে শ্রীপদ॥

বলে, কি লাগিয়ে, প্রিয়ে! করিয়াছ মান?
প্রিয়ভাবে তোষ মন তুলিয়া বয়ান॥
তব জন্য ত্যজিয়াছি পিতাদি স্বজনে।
তবু মম প্রতি রোষ কেন, বরাননে?।
গুরুজনে করি হেলা, আদর প্রিয়ার।
যে করে তাহার সম গাধা কেবা আর?॥

২৩

বন্ধুভাবে কোন লোক গেলে কোন স্থানে।
তাহে সেই লোক যদি দাস সম জ্ঞানে॥
স্বাধীন হলেও তবু মম লোক বলে।
দাসভাবে মন্দবাক্য কহে কত ছলে॥
মনে করে, মম সম বুদ্ধিমান নাই।
তা নহিলে এরা সব কেন মম ঠাঁই?॥
এমন লোকেরে গাধা বলিতে কি ভয়?।
যে না বলে, সেও গাধা নাহিক সংশয়॥

২৪

কুলটা-প্রণয়ে বদ্ধ হয়ে যেই জন।
প্রাণ মন ধন জাতি করে সমর্পণ॥
প্রেমে মত্ত করে সত্য হঁয়ে জ্ঞানহীন।
প্রিয়ে! আমি এ সংসারে রব যত দিন॥
তাবৎ তোমারে না ত্যজিব, বিধুমুখি!।
রহিলাম, প্রিয়ে! হয়ে তব সুখে সুখী॥
পিতা মাতা ভ্রাতা আর ভগিনী বনিতা।
পুত্র মিত্র আদি আর প্রাণের দুহিতা॥
সর্ব্বসন্নিধানে তারে লয়ে করে বাস।
লজ্জা ত্যজি বেশ্যার পূরায় অভিলাষ॥
যখন সে বারাঙ্গনা বর্ষীয়সী হয়।
তখনো তাহার সঙ্গে করে কালক্ষয়॥
এমন জনেরে গাধা বলিতে কি ভয়?।
যে না বলে, সেও গাধা নাহিক সংশয়॥

২৫

শত দোষে দোষী যেই এ মহীমণ্ডলে ।
পরদোষ অন্বেষণ করে কুতূহলে ॥
যদি কিছু পরচ্ছিদ্র পায় সে যতনে ।
অমনি প্রকাশে তাহা প্রফুল্ল বদনে ॥
আপনার দোষ যদি গণনা না করে ।
তাহারে বলিতে গাধা কোন্ জন ডরে ? ॥

২৬

হিন্দুবংশে জন্মি যেবা ম্লেচ্ছাচারী হয় ।
ম্লেচ্ছ-ব্যবহারে সদা স্থিরচিত্তে রয় ॥
অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় করে পান ।
অগম্যা গমন করি করে পুনঃ ভান ॥
লোকালয়ে বলে মম সম হিন্দু কেবা ।
আমিত যথার্থ করি হিন্দুধর্ম্ম সেবা ॥
গলে পরি তুলসীর মালা স্তূপাকার ।
গলদেশে যজ্ঞসূত্র শোভার ভাণ্ডার ॥

পংক্তি মধ্যে অন্নাদির থালাদি ধরিয়া।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দেয় অঞ্জলি পূরিয়া॥
আপনারা মজিয়ে মজায় সবাকারে।
তাহারে বলিতে গাধা কেবা নাহি পারে?॥

২৭

বর্ণভ্রষ্ট হয় হিন্দু বংশেতে জন্মিয়া।
মাতা পিতা ভ্রাতা আদি স্বজন ত্যজিয়া॥
যবনের ভক্ষ্য পেয় দেবতা সমান।
ভক্ষণ করিয়া সদা মনে সুখ পান॥
সর্ব্বদা করেন দ্বেষ স্বজনের প্রতি।
আত্মবন্ধু গুরুজনে নাহিক ভকতি॥
শালগ্রাম শিলা বলি করে উপহাস।
ধর্ম্মপত্নী ত্যজি বেশ্যালয়ে করে বাস॥
কিসের স্বরগসুখ? কিসের নরক?।
রাঁড় ভাঁড় এ জগতে সন্তোষদায়ক॥

এতাদৃশ আশা-পাশে বদ্ধ যেই হয়।
তাহাকে বলিতে গাধা কেবা করে ভয় ?॥

২৮

পিতৃপিতামহ যার পণ্ডিতপ্রধান।
কিন্তু সে আপনি মূর্খ, নাহি কোন জ্ঞান॥
তবু লোকালয়ে গিয়া বলে আমি মানী।
যেহেতু আমার পিতা, পিতামহ জ্ঞানী॥
মূর্খ হয়ে এরূপে যে চায় নিজ মান।
তাহাকে বলেন গাধা যত বিদ্যাবান্॥

২৯

বেশ্যালয়ে থাকে সদা যে নারীর পতি।
সহজে সে নারী রত উপপতি প্রতি॥
যদি কেহ কহে তার পত্নী-পরিবাদ।
সে কথা শুনিয়া বলে মিথ্যা অপবাদ॥

যদি কেহ দেখাইয়া দেয় সেই রীতি।
তবু বলে মম ভার্য্যা পতিব্রতা সতী॥
জানিয়া শুনিয়া তবু বেশ্যালয়ে রহে।
এমন জনেরে গাধা কেবা নাহি কহে?॥

৩০

কেহ নাহি মানে যারে নির্ব্বোধ বলিয়া।
সর্ব্বদা অবজ্ঞা করে নির্ব্বোধ জানিয়া॥
কিন্তু সে উত্তম বেশ-ভূষায় ভূষিত।
হইয়া সর্ব্বত্র যায় হইতে পূজিত॥
বিজ্ঞভাবে কারো সঙ্গে যদি কথা কহে।
সে জন না শুনে, মুখ ফিরাইয়ে রহে॥
কেহবা বিদ্রূপ করে কৌশল করিয়া।
বেঁড়েকে বাড়ায়ে দেয় স্বর্গেতে তুলিয়া॥
তাহা না বুঝিয়া যেবা মান ভরে রয়।
নরগাধা মধ্যে সেই অগ্রগণ্য হয়॥

৩১

বাটীর হইয়া কর্ত্তা যেই নরাধম।
না করে বিহিত কর্ম্ম সেই মূর্খতম॥
ব্যয়ের ভয়েতে হয় সতত কাতর।
বিরস ভাবেতে কাল কাটে নিরন্তর॥
এতাদৃশ জনে যেবা গাধা নাহি বলে।
তাহার সমান গাধা কে আছে ভূতলে? ॥

৩২

শ্বশুরালয়েতে ভার্য্যা কারণ বশতঃ।
যদি করে অবস্থিতি কিছু দিন মত॥
কিন্তু সে আপনি তথা না করে গমন।
বলে তথা গেলে মান হইবে পতন॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বলে জায়া শরীরার্দ্ধ হয়।
পুণ্য পাপ সমভাগে ভাগ করি লয়॥
জায়া বিনা সংসার অসার সবে কয়।
জায়া বিনা কেহ কভু গৃহী নাহি হয়॥

মাতা পিতা ভ্রাতা আর পুত্রাদি ভগিনী।
সব বর্ত্তমানে যদি না থাকে গৃহিণী॥
তথাপি তাহারে সবে উদাসীন বলে।
বাস্তবিক উদাসীন মত সেও চলে॥
জায়া সঙ্গে করিয়া শ্রীরাম রঘুমণি।
করেন অরণ্যে বাস চৌদ্দ বর্ষ গণি॥
তাঁর কি ছিল না মান অপমান বোধ।
অধিক কি কব ইথে বুঝহ, সুবোধ!॥
ভার্য্যা যথা তথা যেতে ভাবে অপমান।
যে জন, সে জন হয় গাধার সমান॥

৩৩

শিক্ষকশ্রেণীতে যেবা নিযুক্ত হইয়ে।
পক্ষপাত করে, ছাত্র-উৎকোচ লইয়ে॥
গল্প-অনুরক্ত যত ছাত্রদের সনে।
গল্প করি কাটে কাল অম্লান বদনে॥

দু মিনিট পড়াইতে হয় হয় হতজ্ঞান।
তথাপি লোকের কাছে করে কত ভান॥
ছাত্র সব ছেড়ে যায় দেখিয়া কুরীতি।
তবু তার মনোমধ্যে নাহি হয় ভীতি॥
পিতৃতুল্য মনিবের মন রাখে ছলে।
স্বার্থসাধনের জন্য কত কথা বলে॥
ইহাতে না লজ্জা বোধ হয় যার চিতে।
তার তুল্য গাধা আর আছে কি মহীতে?॥

৩৪

ভার্য্যা কন্যা পুত্রবধূ অথবা ভগিনী।
গৃহমধ্যে থেকে যদি হয় কলঙ্কিনী॥
মান-ভয়ে যে তাহা করিয়া সংগোপন।
তাহাতে উৎসাহ দেয় হয়ে সযতন॥
কিম্বা কুলমধ্যে থাকি কুলনারীগণ।
কলঙ্ক-সাগর নীরে হয় নিমগন॥

এতাদৃশ লোক যদি হতে চায় মানী।
তাহারে বলিতে গাধা নাহি কোন হানি॥

৩৫

নিজে শত দোষে দোষী জানিয়া শুনিয়া।
অপরের দোষ সদা বেড়ায় খুঁজিয়া॥
যদি পায় সজ্জনের বিন্দুমাত্র দোষ।
অমনি লইয়া তাহা হইয়া সরোষ॥
যথা তথা গিয়ে তাহা মুক্তকণ্ঠে কয়।
অমুক কি দুরাচার শুন, মহাশয়!॥
করিয়া দুষ্কর্ম্ম সদা কাটাতেছে কাল।
মহাপাপী হয়ে সেটা খেলে পরকাল॥
তাহার শুনিয়া কথা সবে মৃদু হাসে।
তাহা না বুঝিয়া তবু সে কথা প্রকাশে॥
এ কেমন গাধা সকের অনুমান।
গাধা-শিরোমণি তারে বলে বুদ্ধিমান॥

৩৬

যদি ধনবান কোন ধনহীন জনে।
রাখেন বেতন দিয়ে কর্ম্মের কারণে ॥
আপনার কার্য্যে সদা হইয়ে বিরত।
ধনীর নিকটে হয় চাটুতায় রত ॥
এইরূপে কিছু দিন হয়ে যায় গত।
মনিব হইয়ে রুষ্ট কহে কত মত ॥
বলে তোমা হতে কার্য্য না হল সফল।
দিবানিশি গল্প করি কাটাও কেবল ॥
অতএব অদ্যাবধি যাও নিকেতনে।
এই কার্য্য দিব আমি অন্য কোন জনে ॥
ইহা শুনি খুসি, তবু বিষাদ না ভাবে।
কেন না সে জন তবে গাধা পদ পাবে ? ॥

৩৭

পতিব্রতা পত্নী যদি কহে কটু কথা।
তাহাতে তাহার পতি মনে পেয়ে ব্যথা ॥

বারাঙ্গনালয়ে যায় হয়ে ক্রোধান্বিত।
তাহাদের মধুমাখা বাক্যে পুলকিত॥
হইয়া যে মজে সেই কুলটা-প্রণয়ে।
তারে বলিব না গাধা বল না কি ভয়ে?॥

৩৮

ভূপতি হইয়া যদি জ্ঞানহীন হয়।
অবিলম্বে হয় তাঁর আধিপত্য ক্ষয়॥
কেহ নাহি মানে, করে সকলেতে ঘৃণা।
ক্রমে ক্রমে হয় তাঁর অশেষ যন্ত্রণা॥
তথাপি না সচেতন যেই রাজা হয়।
এমন রাজাকে গাধা সকলেই কয়॥

৩৯

কুক্রিয়াতে সদা রত হয়ে যেই জন।
তেজীয়ান্ সঙ্গে দেয় তুলনা আপন॥
যথা কেহ বেশ্যা-প্রেমে হইয়ে মগন।
কালিদাস সহ করে তুলনা আপন॥

বল্লে দেখ কালিদাস লম্পট হইয়া।
সদা করিতেন বাস কুলটা লইয়া॥
কুলের কামিনীগণে মজায়ে সতত।
ভাবে আমি হইলাম শ্রীকৃষ্ণের মত॥
যদি হতো এ সকল গর্হিতাচরণ।
তা হলে কি করিতেন মহাজনগণ ?॥
এরূপ প্রবোধে যেবা কালক্ষেপ করে।
তাহারে বলেন গাধা বিজ্ঞতম নরে॥

৪০

অক্ষম লোকেরে যদি কোন ধনিবর।
অনুগ্রহ করিয়া করেন সহচর॥
অথবা কার্য্যেতে কোন নিযুক্ত করিয়া।
করেন পালন তারে বহু অর্থ দিয়া॥
কিন্তু সে নির্ব্বোধ তাহে হয়ে অসন্তোষ
অন্য স্থলে যেতে চায় হইয়া সরোষ॥

তাহা দেখে সেই প্রভু হয়ে ক্রোধান্বিত।
তাহাকে জবাব দেন যাইতে নিশ্চিত॥
ইতস্ততঃ ভ্রমে তার কর্ম্ম নাহি হয়।
তাহারে বলেন গাধা যত মহাশয়॥

৪১

ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া বেড়ায় সতত।
কিন্তু সে আপনি নহে স্বধর্ম্মেতে রত॥
ধর্ম্মজ্ঞানী বলি করে লোকালয়ে ভান।
সে জন কি কভু নয় গাধার সমান?॥

৪২

নিজে দুঃখী কিন্তু কন্যা-বিবাহ লাগিয়া।
ধনাঢ্য লোকের গৃহ বেড়ায় খুজিঁয়া॥
নিজে তৃণকুটীরেতে থেকে বার মাস।
বড় লোক-সঙ্গে কুটুম্বিতা-অভিলাষ॥
যে করে, সে পরিণামে পাঁয় নানা ক্লেশ।
না পায় দুহিতা-মুখ দেখিবারে শেষ॥

অধিক কি কব তার যন্ত্রণার কথা।
জামাতাও তারে দেখে না নোঙায় মাথা॥
যদি কায়-ক্লেশে কিছু পাঠায় তথায়।
অবজ্ঞা করিয়া তারা ফিরিয়া পাঠায়॥
আর কি লিখিব তার দুঃখের বিষয়।
বিবেচক লোকে তারে সদা গাধা কয়॥

৪৩

স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি প্রতি হইয়ে কৃপণ।
অন্য জনে করে নানা ধন বিতরণ॥
মনে করে ইথে মম হবে বড় মান।
কিন্তু তারে বলে সবে গাধার সমান॥

৪৪

সুপণ্ডিত অধ্যাপকে করি অবহেলা।
মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্তে দান দেয় মেলা॥
দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র না দেয় কখন।
সে জন কি নহে কভু গাধার মতন ?॥

৪৫

অর্থ-লোভে যেই জন অস্থির হইয়া।
পরকাল খায় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া॥
কেহ নিজ ভার্য্যারে করায় উপপতি।
খাইতে বেশ্যার কড়ি সদা হৃষ্ট মতি॥
না করিয়া ভয় এতাদৃশ কার্য্যে রত।
যে হয়, তাহারে গাধা বল পার যত॥

৪৬

প্রাণের সমান ভার্য্যা হইলে নিধন।
অতিশয় শোকে মুগ্ধ হয় যেই জন॥
ইতস্তত ভ্রমে সদা সেই কথা কয়।
পাগলের মত যথা তথা বসে রয়॥
বলে মম ভার্য্যা সম নারী নাহি আর।
রমণীর শিরোমণি সংসারের সার॥
সুকেশী সুনাসা তার হরিণ নয়ন।
শয়নে স্বপনে সদা করি দরশন॥

পরাৎপর পরব্রহ্মে নাহি ভাবে মনে।
সে এক জঙ্গুলে গাধা মনুষ্য-ভবনে॥

৪৭

সংবাদ পত্রের যেবা সম্পাদক হয়।
সে যদি দেশের হিতে নিযুক্ত না রয়॥
ধনী কিম্বা দরিদ্রের প্রতি সমভাবে।
নাহি লেখে সত্য কথা পক্ষপাতি ভাবে॥
না লেখে দেশের হিতকর সমাচার।
পরনিন্দা পরচর্চ্চা করে অনিবার।
অর্থ-লোভে লেখে সদা অকথ্য কথন।
সে জন কেমন গাধা বুঝ বিচক্ষণ॥

৪৮

অল্প ধনে ধনী হয়ে বাণিজ্য যে করে।
মূল ধন যায় তার, মনোদুখে মরে॥
সর্ব্বস্ব হারায়ে শেষে জবু থবু হয়।
বুদ্ধিমান লোকে তারে সদা গাধা কয়॥

৪৯

নিজে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য জগতে বিদিত।
কিন্তু জ্ঞানী হইবারে সর্ব্বদা বাঞ্ছিত॥
বিদ্বান্ দ্বারায় কোরে গ্রন্থাদি রচনা।
স্বনামে ভনিতা দিয়া যে করে ঘোষণা॥
তাহার কি কব কথা কহনে না যায়।
সুপণ্ডিত লোক সদা গাধা কহে তায়॥

৫০

মিথ্যা কথা নিরন্তর কহে যেই জন।
কদাচ সে নাহি হয় বিশ্বাস-ভাজন॥
ধরা পড়ে পদে পদে না হয় চেতন।
তথাপি কহিয়া মিথ্যা ভ্রমে অনুক্ষণ॥
এতদ্রূপে কালক্ষয় করে যেই নর।
সে কেমন মূর্খ গাধা বুঝ বিজ্ঞবর॥

৫১

পিতৃপিতামহ যার মুচ্ছদি প্রভৃতি,
করেছেন কর্ম্ম করি ধনের উন্নতি॥

তাঁহাদের পুত্র যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ।
ধনহীন হয়ে দুঃখ পায় অবিরত॥
তথাপি সামান্য কর্ম্ম করিতে না চায়।
তাহাকে বলিতে গাধা নাহি কোন দায়॥

৫২

ভদ্রবংশে জন্মিয়া যে হয় মূর্খতম।
ভদ্রলোক সন্নিধানে সে হয় অধম॥
ভদ্রলোক নিকটে না পেয়ে নিজ মান।
যায় যথা থাকে সদা ইতর-প্রধান॥
স্ব্যাকরা-দোকানে কিম্বা ছুতার-নিলয়ে।
দেখয়ে আপন মান তথা প্রবেশিয়ে॥
যাবামাত্র তারা কয় বাঁড়ুয্যে মশয়।
আসুন আসুন আজ বড় ভাগ্যোদয়॥
দে রে বসিবার স্থান আনি শীঘ্র করি।
অম্বরি তম্যাক দে রে কলিকায় ভরি॥

হুকার জন্যেতে ভাবে স্যাকরা ছুতার।
ব্রাহ্মণ বলেন কেন ভাবনা তোমার॥
তোমাদের ব্রাহ্মণের হুকা খাব আমি।
তাহার লাগিয়ে কেন ভাবিতেছ তুমি॥
বন্ধুতা ভাবেতে দেখ কিবা নাহি হয়।
এক পাতে খায় সবে নাহিক সংশয়॥
এইরূপে প্রতিদিন আসে যায় তথা।
গান-বাদ্য-আলাপনে সন্তোষ সর্ব্বথা॥
এতদ্রূপে যেই ব্যক্তি নীচ সহবাসে।
আপনাকে মানী জ্ঞান করে অনায়াসে॥
ইহার সদৃশ গাধা নাহি কোন জন।
তারে যে না গাধা বলে, গাধা সেই জন॥

৫৩

ধনাঢ্য হইয়া যেবা ধন উপভোগে।
বঞ্চিত হইয়া সদা নানা দুঃখ ভোগে॥

ক্ষুধার্ত্তকে না খাওয়ায় না খায় আপনি।
সতত মুখেতে করে হাহাকার ধ্বনি॥
লোকে জিজ্ঞাসিলে বলে কিছু নাহি মম।
এ জগতে কেহ নাই দুঃখী মম সম।
যাচকেরে নাহি দিয়া আত্মাকে বঞ্চিয়া।
নিয়ত সঞ্চয় করে ধন উপার্জ্জিয়া॥
ইহার সদৃশ গাধা নাহি ভূমণ্ডলে।
সেও গাধা তারে সেই গাধা নাহি বলে॥

৫৪

সভাতে বিদ্বান যদি পক্ষপাতী হয়।
জানিয়া শুনিয়া বাক্য সত্য নাহি কয়॥
উৎকোচ লইয়া এক পক্ষে হয় রত।
অথবা বেতন আশে কহে প্রভুমত॥
কিম্বা চক্ষুলজ্জা হেতু মৃদু স্বরে কয়।
দু জনের বাক্য যেই তুল্য করি লয়॥

বিচার সঙ্গত কথা মুখে নাহি আনে।
বিদ্যাবান জনে তারে গাধা বলি মানে॥

৫৫

যে মনিব স্বীয় ভৃত্যে দেখিয়া সুরীতি।
তথাপি না হন কভু তৎপ্রতি সুপ্রীতি॥
যদি তার প্রশংসা বাখানে ভদ্র জনে।
তা শুনি বিরক্ত অতি হন মনে মনে॥
পাছে তার বেতন করিতে হয় বৃদ্ধি।
যে প্রভু ভাবেন ইহা তিনি হতবুদ্ধি॥
দোষ গুণ বিচারে যে প্রভু হতজ্ঞান।
তাঁহারে বলেন গাধা যত বুদ্ধিমান।

৫৬

ধনী লোক কোন কার্য্য করি অনুষ্ঠান।
আত্মবন্ধু জনে ভার করেন প্রদান॥
আত্মীয়গণের মধ্যে প্রধান শ্যালক।
পুত্রাদির কিম্বা নিজ শ্বশুর বালক॥

হইলে অযোগ্য তবু ধনী সেই পাত্রে।
করেন অর্পণ কার্য্য কোন কার্য্যসূত্রে ॥
কিন্তু সে নির্ব্বোধ স্বীয় ভগিনীর বলে।
করয়ে যথেচ্ছাচার বিবিধ কৌশলে ॥
উচ্চ পদারূঢ় হলে নাহিক নিস্তার।
স্বপ্রভুতা সকলে জানায় বারবার ॥
সর্ব্বাধ্যক্ষ যদি ডেকে কহেন তাহায়।
অমূক বসিয়ে আছে অলসের প্রায় ॥
কোন কর্ম্ম নাহি করে রয়েছে বসিয়া।
নীতি অনুসারে তুমি বল তারে গিয়া ॥
অমনি সে মূঢ়মতি কুপিত হইয়া।
ডাকায় অন্যেরে দিয়া তর্জ্জন করিয়া ॥
বলে দন্তে তোমা লাগি আমি গালি খাই
অলস তোমার সম দুটী দেখি নাই ॥
ইহা বলি আর কত কহে আরোপিত।
সকল অলীক পরে হয় প্রকাশিত ॥

এমন জনেরে গাধা বলিতে কি ভয় ?।
যে না বলে সেও গাধা, নাহিক সংশয় ॥

৫৭

ব্রাহ্মণাদি কুটুম্ব বা অতিথি-ভোজন।
দেবার্চ্চনা যাগ যজ্ঞ তীর্থ-পর্য্যটন ॥
ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠান করি যেই জন।
যথা তথা সেই গল্প করে অনুক্ষণ ॥
পাকত জানায় সবে নিজে পুণ্যবান।
সেই এক গাধা, তাহে নাহি কিছু আন ॥

৫৮

শাকান্ন ভোজন কিম্বা বিবিধ ব্যঞ্জন।
করিয়া যে লোকালয়ে বলে অনুক্ষণ ॥
মম গৃহে নিত্য হয় উত্তম রন্ধন।
বারোটা ব্যঞ্জন কমে না হয় ভোজন ॥
ব্যঞ্জনের পারিপাট্য কহিব হে কত।
সদ্য দধি সদ্য ঘৃত দুগ্ধ ঘনীভূত ॥

এমন লোকেরে গাধা কেবা নাহি বলে।
যে না বলে সেও গাধা জানিহ সকলে॥

৫৯

হইলে যুবতী ভার্য্যা সদা তারে লয়ে।
গৃহ মধ্যে থাকে নাহি যায় লোকালয়ে॥
ভাবে পাছে প্রিয়া মম করে উপপতি।
এ ভয়ে চক্ষের আড় না করে যে পতি॥
ত্যজিয়া সকল কর্ম্ম গৃহে করে বাস।
নানা দুঃখ পায় তবু না যায় প্রবাস॥
যুবতীর বাক্যে সদা উঠে আর বসে।
এমন লোকেরে গাধা বল অনায়াসে॥

৬০

বয়োজ্যেষ্ঠা ধনবতী কামুকা যে নারী।
ধন লোভে তার সঙ্গে মজে প্রেম করি॥
সর্ব্বদা সুখাদ্য খায় লম্বা ধুতি পরে।
সদা সুখে রাখে বুড়ী রসের নাগরে॥

ভাল খেয়ে ভাল পরে সণ্ডামার্ক হয়ে।
বাবু সেজে নিরন্তর ভ্রমে লোকালয়ে॥
মনে করে বহু ধন পাব মলে বুড়ী।
এ আশায় সদা পড়ে থাকে তার বাড়ী॥
পতিব্রতা ভার্য্যা ত্যজি থাকে তারে লয়ে।
এ কেমন গাধা দেখ সকলে বুঝিয়ে॥

৬১

যদি কেহ থাকে লয়ে সদা উপপত্নী।
মাতা পিতা হয় তার কোটনা কুট্‌নী॥
ছেলের রাঁড়ের সঙ্গে করে আলাপন।
তাহারে পাঠায়ে দেয় অন্নাদি ব্যঞ্জন॥
পুত্রমন যোগাইতে অনুরক্ত হয়।
তাহা দেখে ছেলেবাবু হৃষ্ট অতিশয়॥
করিয়ে এমন কর্ম্ম পুন চায় মান।
ইহারা কেমন গাধা বুঝ বুদ্ধিমান॥

৬২

মূর্খ আর শমগুণ বিহীন যে জন।
সে যদি তপস্যা কার্য্যে হয় নিমগন॥
তপঃসিদ্ধি নাহি তার হয় কদাচন।
তাহারে বলেন গাধা যত জ্ঞানীগণ॥

৬৩

মৎসরস্বভাবান্বিত হয়ে যেই জন।
ধর্ম্মশীল হতে পুনঃ করে আকিঞ্চন॥
নাহি হয় ধর্ম্ম তার, বৃথা কাল যায়।
সে গাধারে দেখি সব ধার্ম্মিক পলায়॥

৬৪

মূর্খ হয়ে সদা করে মান অন্বেষণ।
ভুলেও না ভাবে স্বীয় দুর্দ্দশা কেমন॥
যদ্যপি সে হতে চায় পুনঃপুনঃ মানী।
সে কেমন বুনো গাধা বুঝ অনুমানি॥

৬৫

পরান্ন ভোজন করি বেড়ায় যে জন।
তথাপি সে নিজে শুচি ভাবে অনুক্ষণ॥
হেড়া ভেড়া গোস্ত খায় মাখন পনীর।
অথচ জানায় সে পবিত্র অতি ধীর॥
অন্য শুচি জনে হেরি সদা করে দ্বেষ।
সে জন পাহাড়ে গাধা জানিহ বিশেষ॥

৬৬

আসন্ন কালেতে যদি কোন ধনপতি।
বিষয়ের ভার দেন নিজ ভার্য্যা প্রতি॥
রূপসী যুবতী যদি সে রমণী হয়।
অপুত্রিকা কিম্বা থাকে শৈশব তনয়॥
এতাদৃশ ব্যাপারেতে যে ঘটনা হয়।
অনুভব করিয়া বুঝহ বিজ্ঞচয়॥
আত্ম বন্ধু ধার্ম্মিক জনেরে না বিশ্বাসে
এতাদৃশ জনে গাধা বল অনায়াসে॥

৬৭

জননী কুলটা হয়ে উপপতি করে।
তাহার তনয় যদি সদা বাবু হয়ে ফেরে॥
লজ্জামাত্র তাহার মনেতে নাহি হয়।
সকলের সঙ্গে কথা সমভাবে কয়॥
গা দুলিয়ে ভ্রমে সদা গোঁপেতে তা দিয়ে।
সে কেমন গাধা তাহা দেখহ বুঝিয়ে॥

৬৮

মূর্খের সন্তান যদি কিছু বিদ্যা শিখে।
আহ্লাদে উন্মত্ত হয় মূর্খ তারে দেখে॥
মহামহ পণ্ডিতের সন্নিধানে কয়।
মম পুত্র সদৃশ না দেখি মহাশয়॥
বড় বড় বিদ্বানে করেছে পরাজয়।
বিচারে জিনিতে তারে কার সাধ্য নয়॥
তার কথা শুনে সব বিজ্ঞ জনে হাসে।
মনে মনে গাধা তারে বলে অনায়াসে॥

৬৯

পণ্ডিতের সঙ্গে কোন মূর্খ মূঢ়মতি।
বিচারে প্রবৃত্ত হয় নাহি করে ভীতি॥
কহিয়া অসার বাক্য করে গণ্ডগোল।
হস্তপদ নাড়ে যেন উন্মত্ত পাগল॥
মনে করে ইহা করি হব আমি মানী।
কিন্তু তারে গাধা বলে থাকে যত জ্ঞানী॥

৭০

কাল্ল কি খাইবে যার নাহিক সংস্থান।
সে যদি নবাবী করি করে সব দান॥
তার পরিবার সব অন্নাদি অভাবে।
দুঃখ পায় সদা, তবু তাহা নাহি ভাবে॥
সকলে জানায় বড় দাতা সে আপনি।
এ কেমন গাধা সবে দেখ অনুমানি॥

৭১

বৃদ্ধ লোক যদি হয় ধর্ম্মকর্ম্মহীন।
উপার্জ্জনাসক্ত হয়ে ভাবে চিরদিন॥

পুত্রাদি সকলে তার উপার্জ্জনক্ষম।
তথাপি নাহিক সুখী হয় সে অধম॥
অনায়াসে সংসার পালন তারা করে।
তথাপি উপায় হেতু ঘুরে ঘুরে মরে॥
চলিতে সমর্থহীন লাঠী ধরে যায়।
ইতস্ততঃ ভ্রমে যদি কোথা কিছু পায়॥
নাহি করে বিভুচিন্তা পূজাদি ভজন।
সেই এক বড় গাধা বলে সাধু জন॥

৭২

সৎকুলে জন্মিয়া যেবা হয় মুর্খতম।
কুলাঙ্গার সেই নর বংশের অধম॥
লেখা পড়া করি ত্যাগ, ভ্রমে অবিরত।
তাহারে বলেন গাধা ভদ্রলোক যত॥

৭৩

পরাধীন লোক যদি বাঞ্ছে সদা সুখ।
তাহাতেই বাড়ে তার নিরন্তর দুঃখ॥

তবু ইচ্ছামত কর্ম্ম করিতে সে চায়,
তাহার সমান গাধা কে আছে কোথায়

৭৪

গৃহেতে রূপসী নারী রসিকার শেষ,
রূপে গুণে ধরা ধন্যা রমণীয় বেশ,
যোগায় পতির মন নানাবিধ রসে,
তবু পোড়া পতি তার থাকে বেশ্যাবসে।
গুণবতী নারী পানে ফিরিয়ে না চায়,
হেন জনে অনায়াশে গাধা বলা যায়।

৭৫

"অবলার ধর্ম্ম আর পুরান অম্বর,
এই দুই রক্ষা পায় যতনে বিস্তর।"
ইহাতে অযত্ন সদা করে যেই নর,
তার সম গাধা কেবা অবনী ভিতর।

৭৬

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী কোন ধনবান,
সুশীল সুজন অতি ধীর মতিমান,
লইয়ে বান্ধবগণে হরষিত মনে,
নিয়ত আমোদে রত বাগানে ভবনে।
মুক্ত হস্ত ধনিবর যে জন যা চায়,
সকলের পূর্ণ আশা ধনির কৃপায়।
তার মধ্যে স্বার্থপর হয়ে কোন জন,
আপনার স্বার্থ হেতু বিচলিত মন।
পরছিদ্র অন্বেষণ করিয়া যতনে,
নিয়ত লাগায় সেই ধনির সদনে।
গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে অপরের কাছে,
তাহার সমান গাধা ত্রিলোকে কে আছে।

৭৭

ধন রত্ন নাহি চায়, ধনির নিকটে যায়,
শিখিয়াছে তোষামদ বিবিধ প্রকার,

বাবু-আনা বেশ ধরে, জল উচু নিচু করে,

এজগতে গাধা কেবা সমান তাহার।

৭৮

যদি কোন ধনবান পুত্রের কারণ,

নারী সত্বে পুন দার করেন গ্রহণ।

সে নহে গর্হিত কাজ অবনী ভিতরে,

পুত্রধন আশা করে সকলেই করে।

কিন্তু উভয়ের মন রাখা চাই তার,

নতুবা দুখের হয়—সুখের সংসার।

নবীনার নবরসে হইয়ে বিভোর,

প্রবীণা নারীর আর করে না আদর।

না যায় তাহার পাশে তত্ত্ব নাহি লয়,

নবীনার সঙ্গে রঙ্গে প্রেমালাপে রয়।

কাজেই প্রথমা নারী মরমে মরিয়ে,

নালিস করেন কোর্টে উকিল ধরিয়ে।

তথাপি সে ধনিবর না হয় চেতন,
কোর্টে দরশন দেন পাইয়ে শমন।
স্ত্রীর সনে মোকদ্দমা করে প্রাণ পনে,
বল দেখি তারে গাধা না বলি কেমনে।

৭৯

এ ভব ভবনে, মানব জীবন,
কেনা জানে প্রিয় হয় সবার,
এমন জীবনে, অপদার্থ জ্ঞান,
যে জন করে—সে অতি অসার।
সুরা করি পান, সঁপিয়াছে প্রাণ,
প্রাণের সোদর কালের করে।
প্রাণের বান্ধব, সুরার কারণে,
কত কষ্ট পেয়ে অকালে মরে।
এসব হেরিয়ে, তথাপি যেজন,
ডুব দিয়ে রয় সুরা সাগরে,

সুশিল সুজন, হলেও সেজন,

গাধা বলি তারে আদর করে।

৮০

কৃতিবান হয়ে যেই মেগের বচনে,

শ্বশুর আলয়ে রয় ত্যাজিয়ে স্বজনে।

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী যদিও সে হয়,

গর্দ্দভ বলিতে তারে কেবা করে ভয়।

৮১

যদি কোন ভদ্রলোক সুশীল সুজন,

বন্ধুলয়ে বেশ্যালয়ে করেন গমন।

বন্ধু সহ সুরাপান করি অপ্রমিত,

কলহ ঘটায় ক্রমে বেশ্যার সহিত।

শয্যা আদি নষ্ট করে ভাঙ্গে অলঙ্কার,

অবশেষে ক্রোধভরে করেন প্রহার।

পরদিন বেশ্যা সহ পুলিশে দাঁড়ায়,

তাহার সমান গাধা কে আছে কোথায়।

৮২

কোন ব্যক্তি প্রচুর ধনের অধিকারী,

কিন্তু কেহ নাহি তার উত্তরাধিকারী।

পুত্র পৌত্র দৌহিত্র বা ভ্রাতা ভাগিন্যাদি,

আত্মজন নাহি রয় করিতে ভোগাদি।

তথাপি সে আপনাকে বঞ্চনা করিয়া,

যাচকদিগঁকে সদা তাড়াইয়া দিয়া।

নিত্য নিত্য সঞ্চয় করিতে হয় রত,

আত্মাকেও দুঃখ দিতে না হয় বিরত।

অবশেষে মৃত্যুকালে ভাবে সে অজ্ঞান,

কি হবে ধনের গতি গেলে মমপ্রাণ।

সে মরিলে সেই ধন রাজকোষে যায়,

ইহারে বলিতে গাধা কেবা ভয় পায়।

৮৩

মেয়ে সুখী হবে বলে দেয় ভাল বরে,

মেয়ের না হলে সুখ তাহাতে কি করে।

বয়েসে প্রবীন কিন্তু আছে বহু ধন,
জলদোষে পড়িয়াছে দুচার দশন।
ধন লোভে আপনার কুমারী রতনে,
যদি কেহ বিভা দেয় সে প্রবীন জনে।
এমন বরকে যেবা কন্যাদান করে,
প্রধান গর্দ্দভ সেই অবনি ভিতরে।

৮৪

ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম প্রধান কুলীন,
করিতে শতেক বিভা না হয় মলিন।
শত নারী নিয়ে রাখিবেন কূল মান,
আগে আগে উড়ে তার কলঙ্ক নিশান।
এত বিয়ে যাহার করিতে নাহি ভয়,
তাহারে বলিতে গাধা উচিত কি নয়?

৮৫

চিকিৎসক যদি হয় অতি বিচক্ষণ,
তার করে করা যায় জীবন অর্পণ।

কিন্তু যদি সুরাদেবী দয়া করে তায়,
প্রতিপত্তি লাভ নাহি হয় চিকিৎসায়।
মাতাল বলিয়ে তারে সবে ঘৃণা করে,
সেজন কি গাধা নয় অবনী ভিতরে ?

৮৬

অকালে তনয় মলো বিধি বিড়ম্বনে,
বিধবা হইয়ে বধূ রহিল ভবনে।
শ্বশুর উইল করে করিয়ে শ্রবন,
আদালতে বধূ মাতা করিল গমন।
আপনার ধন নয় শ্বশুরের ধন,
কি ভাবিয়ে উদ্বন্ধনে ত্যজিল জীবন।
বধূকে খোরাকি দিতে হন ম্রিয়মাণ,
না দেখি দ্বিতীয় গাধা তাহার সমান।

৮৭

ধনির হইল ইচ্ছা জীর্ণ [illegible],
[illegible] করি লইলেন প্রেয়সী [illegible]।

তনয় তনয়া আদি আত্মিয় স্বজন,
সকলেরে লয়ে যান হরষিত মন।
তা দেখি বাবুর উপপত্নী করে রাগ,
তারেও নিলেন বাড়াইয়ে অনুরাগ।
ষাঁড় আর মাগ নিয়ে তীর্থ পর্য্যটন,
সুধীর পাঠক! বল এ গাথা কেমন।

৮৮

সুদরিদ্র লোক যদি করে অভিলাষ।
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম করিতে প্রকাশ॥
কদাচ না পারে তাহা করিতে সফল।
তথাপি মহৎ কর্ম্ম বাঞ্ছে সে কেবল॥
তাহার মনের বাঞ্ছা মনোমধ্যে রয়।
বিজ্ঞ লোকে তাহারে সতত গাধা কয়॥

৮৯

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে জন।
নাহি করে ধর্ম্ম কর্ম্মে মন সমর্পণ॥

নাস্তিকতা ভাবে কথা কহে নিরন্তর।
বেদজ্ঞ হইলে তবু গাধা সেই নর॥

৯০

ঈশ্বর করেন যার প্রতি অনুগ্রহ।
তাহাকে করিতে ছোট বাঞ্ছে যদি কেহ।
পদে পদে অপদস্থ সে হিংস্রক হয়।
তথাপি সেজন ধর্ম্মে নাহি করে ভয়॥
পুনঃপুনঃ হিংসা করি খায় পরকাল।
সে এক জঙ্গলে গাধা বিষম জঞ্জাল॥

৯১

অসাক্ষাতে করে নিন্দা সাক্ষাতে প্রণয়।
পুন সেই হতে চায় প্রিয় অতিশয়॥
সজ্জন জানেন তারে তাঁহার সে বৈরী।
তবু সে দুরাত্মা আসে করিয়া চাতুরী॥
কথা কয় নানা ছলে মন তুষিবারে।
যদি কোন কৌশলেতে প্রিয় হতে পারে॥

মনোগত ভাব তার বুঝি সাধুজন।
সাবধান হয়ে তার সঙ্গে কথা কন॥
সাধুজন তার সঙ্গে করিতে প্রণয়।
কোনরূপে মনে মনে ইচ্ছা নাহি হয়॥
তথাপি সে পুনঃপুনঃ আসি কয় কথা।
পণ্ডিতে তাহারে গাধা বলেন সর্ব্বথা॥

৯২

কোন পুণ্যবান্ জন পুণ্যপুঞ্জ ফলে।
মানব হইয়া জন্ম লয় মহীতলে॥
বাণিজ্যাদি নানাকার্য্য করিয়া কৌশলে।
বহু ধন উপার্জ্জন করে বাহুবলে॥
উপযুক্ত লোক সব করি আনয়ন।
নিযুক্ত করেন কার্য্যে যেজন যেমন॥
ক্রমশঃ বিষয় বৃদ্ধি করেন যতনে।
জমিদারী আদি করি নানা রত্ন ধনে॥

দেওয়ানাদি কারকুন মুনসী মুহুরী।
কেসিয়ার নায়েব গোমাস্তা কর্ম্মচারী॥
বিষয় রক্ষার হেতু এই সবজনে।
নিযুক্ত করেন ধনি পরম যতনে॥
উপস্বত্ব ধনে বহুকীর্ত্তি সংস্থাপন।
করি পরিমিত ব্যয় করেন পালন।
সকল বজায় রাখি দেহ সম্বরণ।
করেন ধনের স্বামী স্মরি নিরঞ্জন॥
তাহার থাকয়ে উত্তরাধিকারী যত।
যদি সেই ধন ব্যয়ে হয় দুখচিত॥
সৎ বা অসৎ ব্যয়ে হারায়ে সর্ব্বস্ব।
দীনহীন হয়ে পরে হয়ে যায় নিঃস্ব॥
পরিণামে দুঃখী হয়ে ভ্রমে অনুক্ষণ।
তাদৃশ জনেরে গাথা কহে বিচক্ষণ॥

৯৩

মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র না দেখিয়া।
বেদর বিহিত ধর্ম্ম মর্ম্ম না বুঝিয়া॥

পাত্ত কত ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করি।
তদ্দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি হেরি॥
চব্বিশ প্রকার বৌদ্ধমত নাহি জানি।
কোরাণ বিহিত ধর্ম্ম কর্ণে নাহি শুনি॥
স্বয়ং ধর্ম্ম প্রচারে সর্ব্বদা হয় রত।
বালক অবলাগণে নয়ে ঈঙ্গিতঃ॥
ঈশ্বর প্রসঙ্গ করি কথা কয় নানা।
ঈশ্বর প্রসঙ্গে কেবা হবে রুষ্টমনা॥
কিবা জ্ঞানী কিবা মূর্খ আছে যত জন।
ঈশ্বর প্রসঙ্গ হলে সবে দেয় মন॥
ইতর বংশজ যারা ভ্রমে নানা পথে।
তারাও সময় ক্রমে ডাকে বিশ্বনাথে॥
বিশ্বনাথ কথা ধূর্ত্ত সর্ব্বত্র কহিয়া।
প্রথমতঃ সর্ব্বজন মন আকর্ষিয়া॥
পরিণামে অমূলক নিজধর্ম্ম মত।
প্রচার করিতে কথা কয় অবিরত॥

প্রাচীন ধর্ম্মের অঙ্গ কতক লইয়া।
তাহার ভিতরে নিজ মত মিলাইয়া॥
আপনি অতীব জ্ঞানী জানায় সকলে।
পূজ্য হতে চায় সদা অবনীমণ্ডলে॥
জ্ঞানী লোক সন্নিধানে কদাচ না যায়।
বালক অবলাগণে সতত মজায়॥
তত্ত্বদর্শী বোধে সদা অভিমানে রয়।
এ কেমন জ্ঞানী গাথা বুঝহ নিশ্চয়॥

৯৪

পিতৃপিতামহ যার থাকে অতি দীন।
অন্ন বস্ত্রাভাবে সদা শরীর মলিন॥
কাল কাটাইয়া যায় নানা দ্বার ফিরি।
তার পুত্র ভাগ্যবলে করিয়া চাকরি॥
ধনার্জ্জন করিয়ে হঠাৎ বাবু হয়।
লম্বা চৌড়া হয়ে সদা লম্বা কথা কয়॥

চাপকান্ প্যান্টুলুন চেইন ঘড়ি।
শিরে শোভা করে কিবা শালের পাগড়ি॥

বুট্ পায়ে হুট্‌হাট্ করি কয় কথা।
সাহেবি ধরণে চলে রাস্তায় সর্ব্বথা॥

ইহাকে দেখিয়া ঘৃণা করয়ে সকলে।
এ কেমন জেঁকো গাধা দেখ ভূমণ্ডলে॥

৯৫

একস্থানে উপবিষ্ট হয়ে দশজনে।
কথা কয় নানাবিধ মিষ্ট আলাপনে॥

তাহার মধ্যেতে যেবা থাকয়ে নির্ব্বোধ।
তারে রাগাইতে চায় সকল সুবোধ॥

সে জনে সুবোধ জ্ঞানে কথা কয় হাসি।
ক্রুদ্ধ করিবারে হয়ে কৌতুকাভিলাষী॥

শেষে সবাকার বাক্যে হয়ে হতজ্ঞান।
ক্রোধান্বিত হয়ে হয় নিজে অপমান॥

তাহারে থামায় পুনঃ শিষ্টজন আসি'।
সেজন কেমন গাধা বলনা প্রকাশি॥

৯৬

যার পূর্ব্বপুরুষেরা হয় অতি ধনী।
বিজ্ঞ বিচক্ষণ সভ্য ভব্য মধ্যে গণি॥
গৌরব সম্ভ্রম মান রাখিবার তরে।
ড্রাবিং ফেটিং জুড়ি চৌঘুড়ি উপরে॥
অথবা বেরুস পরি সুখে আরোহিয়া।
অমাত্যাদি সঙ্গে লোক লস্কর লইয়া॥
আড়দালি হুলাহুলি দেখিতে সুন্দর।
পোষাক ঝমকে যেন বিদ্যুৎ প্রখর॥
সভায় সভায় করি শুভ আগমন।
মানে কাটাইয়া কাল অন্তর্হিত হন॥
তাঁহার পুত্ত্রাদি যদি হয়ে ধনহীন।
অন্নাভাবে বহুকষ্ট পায় অনুদিন॥

তথাপি পৈতৃক চালে চলিবারে চায়।
আরদালি সঙ্গে সদা লোকালয়ে যায়॥
সকলে জানয়ে তাঁর অবস্থা সকল।
তথাপি ঢাকিতে তিনি করেন কৌশল॥
বনেদি আপনি কয় কথায় কথায়।
তাহার সমান গাধা কে আছে কোথায়॥

১৭

রাখিতে বিপুল বংশ ধনবানজনে,
পোষ্যপুত্র লয়ে থাকে এভব ভবনে।
অতুল বৈভব আদি রক্ষার কারণ,
পুত্রভাবে লয় তাঁরা পরের নন্দন।
ধনের অভাব নাই অতুলনা সুখ,
সুখে থাকে পোষ্যপুত্র ভুলি পূর্ব্ব দুখ।
এমন অনেক লোক আছে এসংসারে,
ধনের অভাবে দিন যায় অনাহারে।

সে যদি পরের পুত্রে পোষ্যপুত্র লয়।
এসংসারে সেজন কি গাধা কভু নয়॥

৯৮

সুরার হইয়ে দাস কতশত জন,
অকালে কালের করে হয়েছে নিধন।
বাবা খুড়া জ্যেঠা দাদা সুরা করি পান;
ক্রমে ক্রমে সকলেই হারায়েছে প্রাণ।
রোগের যাতনা যত দেখিয়া নয়নে,
তথাচ বিরত নয় সুরার সেবনে।
অকালে মরিব বলে নাহি করে ভয়,
এমন জনেরে গাধা সকলেই কয়।

৯৯

আপন কামিনী, ভুবন মোহিনী,
অতুলনা রূপ রূপের সার,
হেরি রতিসতী, ম্রিয়মাণ অতি,
সরমে বদন তোলেনা আর।

তবু পরদার, করে অনিবার,
সেজন কেমন কুজন মতি
সেজনেরে গাধা, বলিতে কি বাধা,
সুধির পণ্ডিত হলেও অতি।

১০০

কবির কবিত্ব শক্তি অতুল ভুবনে।
সুজনের মন তোষে বিবিধ রচনে।
নূতন নূতন গান রসের ভাণ্ডার।
গায়কে গাইয়ে তাহা করয়ে প্রচার।
দাতার নিকটে তাহা করিয়ে সঙ্গীত।
বহু পুরস্কার পায় আশার অতীত।
কবিভায়া চলে যায় হয়ে ম্রিয়মান।
সে কবি কি নয় কভু গাধার সমান।

১০১

বিপুল ধনের অধিকারী কোন জন।
পুত্রাভাবে পোষ্য পুত্র করেন গ্রহন॥

কিন্তু তার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি সকল।
অনুগত থাকে পুত্রবৎ অবিকল ॥
তাদের বঞ্চনা করে না করে সম্ভোগ।
কীর্ত্তি যশোলাভে নাহি দেয় মনোযোগ ॥
পোষ্যপুত্রপ্রতি ধন করিয়া অর্পণ।
করেন ধনাধিপতি লীলা সম্বরণ ॥
ধন পেয়ে পোষ্যপুত্র অত্যাচারার করে।
আত্মীয় স্বজন প্রতি অতি দম্ভ ভরে ॥
তাহাতে সকলে গালি সদা দেয় তাহে।
বেশি গালি দেয় তার পিতৃপিতামহে ॥
এইরূপ বন্দোবস্ত করে যেই জন।
তাহারে বলেন গাধা সব বিচক্ষণ ॥

১০২

কোন ব্যক্তি লেখে পত্র করিয়া গোপন
লিপি বদ্ধ করে তাহে স্বীয় প্রয়োজন

তত্রস্থিত কেহ যদি উঁকি ঝুঁকি দিয়া।
পড়িবার চেষ্টা করে ঘাড় বাড়াইয়া।
তাদৃশ জনেরে গাধা কেবা নাহি বলে
এই এক নরগাধা ভ্রমে ভূমণ্ডলে।

১০৩

কেহ পরামর্শ করে হইয়া নির্জ্জন
অন্তরালে স্তব্ধভাবে থাকি কোন জন॥
শ্রবণ করিতে চেষ্টা করে অবিরত।
কেহ পাছে দেখে মনে মনে ভাবে কত॥
পদে পদে নানা অপমান হয় তার।
আগরাই গাধা সেই গর্দ্দভের সার

১০৪

অস্থিহিন রসনা কোমল অতিশয়,
অমৃত মাখান যেন অনুমান হয়।
মধুর রসনা করি বাক্য মধু দান,
জগত জনের করে সুশীতল প্রাণ।

এমন জিহ্বায় যেই কবু উক্তি করে,
তার সম গাধা নাই অবনী ভিতরে।

১০৫

অন্য বৃক্ষে নাহি লাগে অন্য বৃক্ষ ডাল,
এইতো প্রবাদ দেশে আছে চিরকাল।
তবু ধনবান নিজ বংশ রাখিবারে,
পোষ্যপুত্র লয়ে থাকে পরের কুমারে।
পরে পিতা বলি পরে পেয়ে নানা ধন,
ধরাকে সরার সম করে দরশন।
অপব্যায়ে ধন ক্ষয় করে অকারণ।
পোষ্যপুত্র প্রায় নহে সুশিল সুজন।
এসব জানিয়ে যেবা পোষ্যপুত্র লয়,
তাহারে বলিতে গাধা এতইকি ভয়।

১০৬

অবশ্য জামাই বটে যতনের ধন,
মেয়ে দিয়ে পাওয়া যায় পরের নন্দন।

জামাতা নিয়ত গৃহে রাখা ভাল নয়,
তনয়ার পতিধর্ম্ম প্রায় নাহি রয়।
বিশেষ যদ্যপি হয় ধনীর নন্দিনী,
কখন হবেনা সেই পতি প্রেমাধিনী।
আর সেই গৃহে রাখে নাতিন জামাই,
এ দোঁহার সম গাধা ত্রিভুবনে নাই।

১০৭

সদ্‌বংশ জাত অতি সুশীল সুজন,
চাকরি করিয়ে করে ধন উপার্য্যন।
লেখা পড়া শিখিয়াছে করিয়ে যতন,
কেরাণীর কর্ম্ম করে বুদ্ধে বিচক্ষণ।
তাতেও সন্তুষ্ট যেই জন নাহি হয়,
মোসাহেব হয়ে ধনবান কাছে রয়।
সময়ে সময়ে ধনী দেয় নানা ধন,
তথাচ সন্তুষ্ট তার নাহি হয় মন।

মানামান বোধ নাহি তবু ভিক্ষা করে।
সেজন কেমন গাধা অবনী ভিতরে।

১০৮

একে অবিশ্বাশী নারী অবনী ভিতরে,
উচিত তাদের রাখা সযতন করে।
বিশেষতঃ কুলের কামিনী যেই হয়,
নিরন্তর পতি প্রেমে মগ্ন হয়ে রয়।
কিন্তু তার পতি যদি বেশ্যা গণ সঙ্গে,
নারীর সম্মুখে হয় মত্ত রস রঙ্গে।
তখনি রমণী তার ছিঁড়ি প্রেম পাশ,
অপরের সঙ্গে করে প্রণয়ের আশ।
এমন কুকর্ম্মে রত যেই জন হয়,
তাহারে বলিতে গাধা কে করিবে ভয়।